মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গৃহিত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রতিবেদনকালঃ ডিসেম্বর, ২০২৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	বাস্তবায়ন সমাপ্তকৃত প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	গৃহিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর ডিপিপি প্রণীত হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি (সংখ্যা)
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**
৫০টি	৪৩টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ৪৩)	৫টি (ক্রমিক নং-৪৪ হতে ৪৮)	১টি (ক্রমিক নং- ৪৯)	১টি (ক্রমিক নং- ৫০)

৩নং কলামের বিস্তারিত	**৪নং কলামের বিস্তারিত**	**৫ নং কলামের বিস্তারিত**
❖ ৪৪ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতির আলোকে গৃহীত “বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২৪ মেয়াদকালে সমাপ্তির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন, “বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের জন্য এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান যা জুন, ২০২৪ নাগাদ সমাপ্ত হবে এবং “করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প” প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা মে, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্ত হয়েছে যার আলোকে ডিপিপি প্রনয়ন প্রক্রিয়াধীন। ❖ ৪৫ নং ক্রমিকের “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন” প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ❖ ৪৬ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতিভূক্ত ২টি নদী BIWTA কর্তৃক ড্রেজিং করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট নদী (তিস্তা) ড্রেজিং এর জন্য সম্পাদিত সমীক্ষার হালনাগাদ প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন চলমান রয়েছে। ❖ ৪৭ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতিভূক্ত ৩টি নদী খনন সম্পন্ন, BIWTA ৪টি নদী খনন করছে, ৪টি নদী খননের জন্য সমীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে যার আলোকে ডিপিপি প্রনয়ন চলমান এবং ৫টি নদী ৬৪ জেলায় খাল পুনঃখনন প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়সমূহের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে। ❖ ৪৮ নং ক্রমিকের “ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।	● ৪৯ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের স্বার্থে সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে প্রণীত “কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গন রক্ষার্থে মাল্টিপারপাস বাঁধ নির্মাণ এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুর্নগঠনের জন্য কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাস্টার প্ল্যান এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার এর মতামত সংগ্রহ করা হয়। উপরোক্ত মাস্টার প্ল্যান এবং মতামতের ভিত্তিতে মূল নকশায় কিছুটা পরিবর্তন এনে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের আলোকে মূল প্রকল্প প্রস্তাবটি কিছু ফেজে বিভক্ত করে সর্বাধিক ভাঙ্গন প্রবণ অংশ প্রতিরক্ষার্থে ১ম ফেজ প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। এর প্রেক্ষিতে নাজিরারটেক হতে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতের সর্বশেষ হালনাগাদ নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করে নকশা প্রনয়ন চলমান।	❖ ৪৮ নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতির আওতায় ক্রসড্যামটি নির্মিত হলে তার প্রভাব বিশ্লেষণ ও পুনরায় বিস্তারিত সমীক্ষা করে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	০৩/০৫/২০০৯	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি “নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)” শীর্ষক ব্লক প্রকল্পের আওতায় ৪.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্পটি জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)’’ এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
৩।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	“তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প’’ এর আওতায় ২.৮৬৩ কিমি তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিমি বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ” প্রকল্পটি ১৫০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
৪।	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	৩০/০৬/২০১২ সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিমি ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে “জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ১৬.৫৫ কিমি তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
৫।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	১৪/০২/২০১০ সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১৩ কিমি খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	টেকসই ও স্থায়ী সমাধানের জন্য “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (ফেজ-২)” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। **বাস্তব অগ্রগতি ৮২.৩৩%।** **আর্থিক অগ্রগতি ৯৬০২২.২৫ লক্ষ টাকা (৭৩.৮৭%)।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৬।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বাঁধ মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে গৃহিত “চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন, ২০২২ তে সমাপ্ত হয়েছে (প্রকল্প ব্যয় ১৯৯.১৪ কোটি টাকা)।
৭।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়ন রক্ষার্থে ১ কিমি ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে “সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম ইউনিয়নে ৪.০৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ব্যয়ঃ ৭৮.৯৮ কোটি টাকা, বাস্তব অগ্রগতিঃ ৬৯.০০% প্রকল্পটি গত ১১/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৭৬৬.২২ লক্ষ টাকা ও মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত। **বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৬৭ %।** **আর্থিক অগ্রগতি ৩৮৯৫০.৮০ লক্ষ টাকা (৭৫.২৪%)।**
৮।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	‘‘তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত) প্রকল্প’’ এর আওতায় ২.৮৬৩ কিমি তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিমি বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ‘‘তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পযর্ন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয় ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)’’ এর আওতায় ৯.২৫০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৯।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
১০।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	০৯/০৪/২০১১ সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত ২০ কিমি ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিমিসহ মোট ২২ কিমি যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিমি দৈর্ঘ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয় যার ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ১৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
১১।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	১২/০৩/২০১১ বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে গৃহিত ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিমি বাঁধ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
১৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ''খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প'' শিরোনামে একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) আওতায় ২০.৯০ কিমি খাল খনন, ২.০০ কিমি নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
			আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে “খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করে ২৮৮৯৪.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুন, ২০২১ নাগাদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।		
১৪।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	২২/০২/২০১১ বরিশাল জেলা সফরকালে	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ‘‘চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’’ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২) প্রকল্পের আওতায় ১২ কিমি বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে “Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
১৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ	২৯/১২/২০১০ চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ‘‘চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ’’ প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিমি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিমি খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিমি তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
১৬।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
১৭।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ	২৩/০৭/২০১০ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিমি বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১২ তে সম্পন্ন করা হয়।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
১৮।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	০৬/০৫/২০১০ বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায়	নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে জুন ২০১১ তে সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
১৯।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো	০৬/৫/২০১০ বরগুনা জেলায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর	**১০০**%	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
	পুনঃনির্মাণ ও মেরামত	অনুষ্ঠিত জনসভায়	৫৫৪.৪৩ কিমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিমি পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পূনঃনির্মাণের কাজ জুন ২০১০ এ সম্পন্ন করা হয়েছে।	স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
২০।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তে সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	
২১।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের স্বার্থে গৃহিত “কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটির গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-১২ অর্থ-বছরে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজ আরম্ভ করা হলেও বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল না থাকায় জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা প্রদান করে। জনসাধারনের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কারিগরি টিম সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনা করলে একদিকে যেমন প্রকল্পের Cost/Benefit Ratio সন্তোষজনক হয় না। অপরদিকে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলোচনাকালে জানা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহ রয়েছে। এমতবাস্থায়, বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করা হলে তা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুতিটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।	**সমাপ্ত হিসাবে ধার্য**	
২২।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া এলাকায় বন্যার প্রকোপ কমাতে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ‘‘কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন’’ শীর্ষক প্রকল্প গৃহিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর নাগাদ ২৩টি খালের ৫৭.৯৮৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে পুনঃখনন করা হয়। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫.৯০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও, উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প, সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫.৯০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন না করায় প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।	**সমাপ্ত** স্ট্যাটাস-বাস্তবায়িত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
২৩।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিমি সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১৫৬৯.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘‘নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৬ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
২৪।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১৯৭৬৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘‘পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ’’ শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৭ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
২৫।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	১৭/০৪/২০১১ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬৩৬৮.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “ভৈরব নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৭ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	শুষ্ক মৌসুমে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রবাহিত ভৈরব নদীতে প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রকল্পের উজানের দৈর্ঘ্যে ভৈরব নদী পুনঃখননের জন্য গত ২৯/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় “ভৈরব নদী পুনঃখনন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭৫৬.২২ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়নকাল আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। **বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.০১%।** **আর্থিক অগ্রগতি ১২৯২৬.৮৬ লক্ষ টাকা (৫৪.৪১%)।**
২৬।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে এবং যশোর জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২৬৬০১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৭ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে অধিকতর টেকসই সমাধানকল্পে গত ১৮/০৮/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় “কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১০৭.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। **বাস্তব অগ্রগতি ৫৭.৫৭%।** **আর্থিক অগ্রগতি ১৫১৩৪.৮০ লক্ষ টাকা (২৮.৫০%)।**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
২৭।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	২৩/০৪/২০১১ চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২৬৬৩১.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৮ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
			• এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত “চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮২৫৮.২৭ লক্ষ টাকা ও মেয়াদকাল অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। • **বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.২৭%, আর্থিক অগ্রগতি ১৪০৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা (৫৭.০২%)।** • ডিপিএম দরপত্র প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন মহানন্দা নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে (অগ্রগতি ৮৬.৮০%)। নির্মানাধীন রাবার ড্যামের ওয়ার্কিং ডিজাইন অনুযায়ী প্রণীত ২য় সংশোধিত ডিপিপি ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।	**৯৫.২৭%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়নাধীন	
২৮	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা এবং সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	কংস নদীটি গাংলাজোর হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত ভিন্ন নদী, যা BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে বিধায় বাপাউবো কর্তৃক কংস নদী খননের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই।		
২৯	যদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয় ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা) আওতায় কালিবাড়ী হতে লালপুরে সুরমা নদী পর্যন্ত ১৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে আপার বৌলাই নদী পুনঃখনন করে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন ২০১৯ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩০	যদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয় ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা) আওতায় ৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রক্তি নদী, ৬.১৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে যদুকাটা নদী ও ৪০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে পুরাতন সুরমা নদী পুনঃখনন করে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন ২০১৯ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০**% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩১।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে গৃহিত “কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের (প্রকল্প ব্যয় ৩৫৯৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা) বাস্তবায়ন জুন ২০১৯ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**৯০.৮০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩২।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/১০ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে সিসিটিএফ অর্থায়নে ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার “চর কুকরিণমুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মা-” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.১৮ কিঃমিঃ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজ ২০১৫ তে সম্পন্ন হয়েছে।	**৯০.৮০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
			আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২৯৪৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘‘ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া	**১০০%**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
		উদ্বোধনকালে	নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২০ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৩।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১৪৪৮০৭.৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে'' কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিংপ্রকল্প শীর্ষক '' জুন ২০২১ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯২.০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৪।	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	৩০-০৬-২০১২ ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১৬০৮৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইলজেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২১ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯৫.২৪%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৫।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)।	১২/১১/২০১৫ বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়	• ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ২৯.৭০ কিমি ড্রেজিং এবং ১৩.৫০ কিমি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। • "বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে ৫.৯০০ কিমি নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ৪.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। • "যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ৬.২০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৬।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৫৯৭০৬.৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন" প্রকল্প শীর্ষক জুন ২০২১ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৭।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২৯৫২৭.০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে'' ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণশীর্ষক '' প্রকল্প জুন ২০২১ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯৮.৭৫%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৩৮।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া, আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায়, মোল্লারহাট কলেজে মাঠে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১৯৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২২ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯৯.৫০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৯।	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, ও শ্রী নদী পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ	২২/০১/২০১২ জয়পুরহাট সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১২৭০৮.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “জয়পুরহাট জেলার তুলশীগঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতি নদী পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২২ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০.০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৪০।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১ ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ৪৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চর আলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২২ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯২.০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৪১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ১১১৩৬.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২৩ তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**৯০.৩৮%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৪২।	ভৈরব নদী পুনঃখনন	২৭/১২/২০১০ যশোর জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২২৯১৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০.০০%** স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	
৪৩।	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার যমুনা নদী ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ।	১৬/১১/২০১৪ জামালপুর সদর	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন বেলগাছা ইউনিয়নের কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ড পয়েন্টের মধ্যবর্তী যমুনা নদীর বামতীর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় কুলকান্দি হার্ড পয়েন্টে এর সম্মুখ ভাগে ৯.৪০ কি.মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। যা অর্পিত কাজ হিসাবে ২৫ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।	১০০.০০% স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (১. বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প)	২৬/০৮/২০১৭	• এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত “বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৭/১১/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৩০৪১.১৮ লক্ষ টাকা ও মেয়াদ নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত। • **বাস্তব অগ্রগতি ৭০.০০%, আর্থিক অগ্রগতি ১২৯২২৯.৬১ লক্ষ টাকা (৫৫.৪৫%)।** • প্রকল্পের ৭০% নদী ড্রেজিং এবং ৩০% নদী তীর সংরক্ষন কাজ। ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন না করে নদী তীর সংরক্ষন কাজের পিচিং ও ডাম্পিং করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি কম। প্রকল্পটির নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কাজ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে ১৪/১০/২০২০ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। • **প্রকল্পভুক্ত ড্রেজিং কাজের নকশা রিভিউ করতঃ আরডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রণীত আরডিপিপি ১৫/১২/২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/০১/২০২৩ তারিখে উক্ত আরডিপিপি’র উপর প্রাক-যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে, ১৩/০৩/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুর্নগঠিত ডিপিপিটি গত ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে পাসমতে দাখিল করা হয়েছে। গত ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন লাভ করেছে।**	**৬৮.৫০%**	**৭০.০০%**	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়নাধীন
	২. বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন প্রকল্প		• ৪৪ নং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে বাস্তবায়নাধীন ৪৪(১) প্রকল্প ছাড়াও ২য় প্রকল্প হিসেবে “বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন” শীর্ষক একটি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি’র উপর গত ১৬/০৯/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি’র প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১২২৪৪৪.৭০ লক্ষ টাকা। পুনর্গঠিত ডিপিপি’র ওপর গত ১৩/০৬/২০২১ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনরায় ১টি কারিগরি সমীক্ষা দল গঠন করা হয় ও উক্ত কারিগরি সমীক্ষা দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুমোদনের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। প্রস্তাবিত আরডিপিপি-তে অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের জনবল সম্পর্কিত সম্মতি পত্র এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রত্যয়ন সংযুক্ত করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৭/০৪/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। • **দীর্ঘদিন ধরে ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশনে অপেক্ষমান থাকায় ১৩-০৯-২০২২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পত্র মারফত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের জন্য**	-	-	স্ট্যাটাস- ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন (সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			নির্দেশনা প্রদান করা করা হয়। সে মোতাবেক "যমুনা নদী সিস্টেমের বামতীরে সমন্বিত পানি ব্যস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ নাগাদ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।			
	৩. করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প		• বাস্তবায়নাধীন ৪৪(১) প্রকল্প ছাড়াও ৩য় প্রকল্প হিসেবে গৃহীত "করতোয়া নদী উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা) গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। • পরিকল্পনা কমিশনের query এর প্রেক্ষিতে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জনবল (আউটসোর্সিং) এর বিষয়ে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি পাওয়া গেছে। • প্রকল্পটির ডিপিপি দেড় বছর আগে প্রণয়ন করা হয়। অদ্যবধি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সম্প্রতি শিডিউল রেট হালনাগাদ করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। • **সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে "বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৪.৯৯ কোটি টাকা) গত ০৪/০৪/২০২২ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। সমীক্ষা কার্যক্রমটি মে, ২০২৩-এ সম্পন্ন হয়েছে যার সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ডিপিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন।**	-	-	স্ট্যাটাস-ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
৪৫।	তিতাস নদী খনন	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	• এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত "কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২১/০৭/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ১ম সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৮৮৫.১৫ লক্ষ টাকা ও মেয়াদকাল জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। • **বাস্তব অগ্রগতি ৭১.৯২%, আর্থিক অগ্রগতি ৪২৪৭.৩৯ লক্ষ টাকা (৫৩.৮৭%)।**	**৭১.৪৫%**	**৭১.৯২%**	স্ট্যাটাস-বাস্তবায়নাধীন
৪৬।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	০৬/৩/২০১০ কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	• এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিস্তা নদী পুনঃখননের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সমীক্ষা সম্পন্ন করে পিডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮২১০.৩০ কোটি টাকা) প্রণয়ন করে ইআরডি-তে প্রেরণ হলে ইআরডি'র বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধান কমিটির ৫১তম সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে soft loan সাহায্য প্রাপ্তির জন্য চীন সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইআরডি হতে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের মাধ্যমে চীনা সরকারকে soft loan সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মার্চ, ২০২১ মাসে চূড়ান্ত অনুরোধ জানানো হয়। • **বর্ণিত পিডিপিপি এর উপর চীনা সরকার একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ০৫/০৩/২০২৩ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিবেদনে বড় আকারের ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং নৌ-চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে অধিকতর বিশ্লেষণ না থাকা এবং বড়**	-	-	স্ট্যাটাস-ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			আকারের বিনিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। চীনা সরকার প্রকল্পটি পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের নিমিত্ত আরো বিষদ সমীক্ষা করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে। • **তিস্তা নদীর ড্রেজিং অর্ন্তভুক্ত করে ডিপিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে "তিস্তা ব্যারেজের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা IWM-CEGIS-RRI এর মাধ্যমে এপ্রিল ২০২৩-এ সম্পন্ন হয়েছে। হালনাগাদ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন চলমান রয়েছে।**			
			• ধরলা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং BIWTA বাস্তবায়ন করছে।	-	-	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়নাধীন
৪৭।	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা (কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ১৬টি নদ-নদীঃ ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর, নীলকমল, ফুলকুমার, বুড়িতিস্তা, সোনাভরী, বোয়ালমারী, হলহলিয়া, শিয়ালদহ, ধরনী, কালজানি, জালশিরা ও জিঞ্জিরাম)	০৭/০৯/২০১৬	**৩টি নদ-নদীঃ** • "৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় ফুলকুমার, নীলকমল ও বুড়িতিস্তা নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০.০০%**	**১০০.০০%**	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়িত
			৪টি নদ-নদীঃ • ১৬টি নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং BIWTA বাস্তবায়ন করছে। দুধকুমার নদীর উজানের অংশ কালজানি নদী নামে পরিচিত বিধায় দুধকুমার নদী খননের সাথে কালজানি নদীও খনন হবে।	-	-	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়নাধীন
			১টি নদীঃ • এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিস্তা নদী পুনঃখননের জন্য চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সমীক্ষা সম্পন্ন করে পিডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮২১০.৩০ কোটি টাকা) প্রণয়ন করে ইআরডি-তে প্রেরণ হলে ইআরডি'র বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধান কমিটির ৫১তম সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে soft loan সাহায্য প্রাপ্তির জন্য চীন সরকারকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইআরডি হতে ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের মাধ্যমে চীনা সরকারকে soft loan সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মার্চ, ২০২১ মাসে চূড়ান্ত অনুরোধ জানানো হয়। • **বর্ণিত পিডিপিপি এর উপর চীনা সরকার একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ০৫/০৩/২০২৩ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিবেদনে বড় আকারের ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং নৌ-চলাচল বৃযবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে অধিকতর বিশ্লেষণ না থাকা এবং বড় আকারের বিনিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। চীনা সরকার প্রকল্পটি পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের নিমিত্ত আরো বিষদ সমীক্ষা করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে।** • **তিস্তা নদীর ড্রেজিং অর্ন্তভুক্ত করে ডিপিপি প্রনয়নের লক্ষ্যে "তিস্তা ব্যারেজের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক একটি সমীক্ষা IWM-CEGIS-RRI এর মাধ্যমে এপ্রিল ২০২৩-এ সম্পন্ন হয়েছে। হালনাগাদ সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন চলমান রয়েছে।**	-	-	স্ট্যাটাস- প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহিত (সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			<u>৫টি নদ-নদীঃ</u> ● গঙ্গাধর নদীর পুনঃখনন কাজ "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ● সোনাভরী, বোয়ালমারী, শিয়ালদহ ও জালশিরা নদীসমূহ সীমান্ত নদী এবং এ নদী সমূহের বাংলাদেশ অংশে খননযোগ্য দৈর্ঘ্য "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প" এর পরবর্তী পর্যায়সমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	-	-	স্ট্যাটাস- প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহিত
			<u>৩টি নদ-নদীঃ</u> ● জিঞ্জিরাম, ধরনী ও হলহলিয়া নদী ড্রেজিং এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ডিপিপি প্রনয়ন করে বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইপূর্বক ডিপিপি পাসমতে দাখিল করা হবে।	-	-	স্ট্যাটাস- ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন
৪৮।	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	ক) সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এলাকায় CDSP প্রকল্পের অর্থায়নে IWM কর্তৃক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় ৪টি ক্রসড্যামের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। ক্রসড্যাম ৪টি হলো: (১) উড়িরচর-নোয়াখালী (২) নোয়াখালী-জাহাজ্যার চর (৩) জাহাজ্যার চর-সন্দ্বীপ (৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। এ ৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৬৮৩.১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম (এ্যাপ্রোচ রোডসহ) নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করে প্রথমে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড(BCCRF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে এবং পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকে দাখিল করা হয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন চূড়ান্ত করার পূর্বে প্রকল্পের অনুকূলে যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১ম পর্যায়ে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের পর এ প্রকল্পের Sustainability পর্যবেক্ষণ করে ২য় পর্যায়ে সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পুনরায় উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম এর বিস্তারিত সমীক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত করা হয়। সমীক্ষামতে ক্রসড্যামটি বাস্তবায়িত হলে সন্দ্বীপ-উড়িরচর-নোয়াখালী এলাকার মরফোলজিক্যাল আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে পুনরায় সমীক্ষা করে পরবর্তীতে বাকি ক্রসড্যামসমূহ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য পিডিপিপি প্রস্তুত করে ২০১৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনে এবং ইআরডিতে প্রেরণ করা হলেও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির কোন আশ্বাস অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। খ) এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে বর্ণিত কার্যক্রম ছাড়াও সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে "ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৭/১২/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় জনবলের অনুমোদন ০৩/০৫/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে পাওয়া যায়। গত ২০/০১/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র সংগ্রহ	**0.00**	**0.00**	স্ট্যাটাস- বাস্তবায়নাধীন

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
			করতঃ পুনর্গঠিত ডিপিপির (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৬১৭.৯৮ লক্ষ টাকা) ওপর গত ০১/০৯/২০২১ তারিখে ২য় বার পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বশেষ সমীক্ষা হতে ৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার মরফোলজিক্যাল অবস্থা বাপাউবো, নগই, IWM, CEGIS, মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১টি কমিটি গঠন করে হালনাগাদ সমীক্ষা করার এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির ব্যয় প্রাক্কলনসমূহ ভেটিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত কমিটি ডিসেম্বর, ২০২১ মাসে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। আবার, গত ১৯-২০ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মহোদয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে ভাটির দিকে অতিরিক্ত ২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করেন। ২য় পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি'র পুনর্গঠন করে ১৭/০৪/২০২২ তারিখে বাপাউবো হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রণীত সারসংক্ষেপ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সদয় সম্মতির জন্য উপস্থাপন করা হলে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ডিপিপি'র অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সম্মানী ভাতা বিভিন্ন কমিটির জন্য এবং সম্মানী ভাতা মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য অঙ্গসমূহ বাদ দিয়ে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ অনুমোদন করেন। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে ৫৩৫২১.৫৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত পূনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন হতে ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য প্রকল্পে প্রস্তাবিত ২টি স্পীডবোট ক্রয় বাদ দিয়ে ডিপিপি পুনঃদাখিলের নির্দেশনা করা হয়। উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির সময়কালেই বাপাউবো'র নতুন রেট শিডিউল অনুমোদন লাভ করায় ব্যয় প্রাক্কলন হালনাগাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সে আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা। **(গ) "ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর -নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮৮৯৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭।**			

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	• ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “Feasibility Study for Protection & Development of Cox’s Bazar Sea Beach” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। • সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে প্রণীত “কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গন রক্ষার্থে মাল্টিপারপাস বাঁধ নির্মাণ এবং টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন” শীর্ষক ডিপিপি’র ওপর গত ০৪/০১/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা) গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। • গত ৩১/১০/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে সংশ্লিষ্ট সদস্য মহোদয়ের সমীপে প্রকল্পটি ব্রিফিং করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ প্রকল্পটি নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করায় পিইসি সভার জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। • প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমন- বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে ২২/১২/২০২১ তারিখে প্রকল্প বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। • গত ২৫/১০/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রতিপালন করত: ডিপিপি পুনরায় দাখিলের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। • **পরিকল্পনা কমিশনের মতামত এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি’র সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় স্টেকহোল্ডারগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। জেলা প্রশাসন কক্সবাজার, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে আলোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাব হালনাগাদ করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাস্টার প্ল্যান সংগ্রহ করা হয় এবং বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজার এর মতামত প্রতিপালন করত: মূল নকশায় কিছুটা পরিবর্তন এনে প্রকল্প প্রস্তাব হালনাগাদ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে মূল প্রকল্প প্রস্তাবটি কিছু পর্যায়ে বিভক্ত করে সর্বাধিক ভাঙ্গন প্রবণ অংশ প্রতিরক্ষার্থে ১ম ফেজ প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। এর প্রেক্ষিতে নাজিরারটেক হতে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতের সর্বশেষ হালনাগাদ নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করে নকশা প্রনয়ন চলমান।**	-	স্ট্যাটাস- ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি)**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫
৫০।	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়;	“ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮/০৭/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে তার প্রভাব বিশ্লেষণ ও পুনরায় বিস্তারিত সমীক্ষা করে এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প (সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম নির্মাণ) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে।	স্ট্যাটাস-অপেক্ষমান